বর্ষ-২, সংখ্যা -৪

সময়কাল: এপ্রিল-জুন, ২০১১

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ সাময়িকী

মন্তব্য প্রতিবেদনঃ
পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইস্পিত উন্নয়নের লক্ষে প্রয়োজন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা, চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষে পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়ন যেভাবে হওয়া প্রয়োজন তা নিম্নে দেখানো হলোঃ

ক. পরিকল্পনা প্রনয়নঃ

ধাপ-১:তৃণমূল পর্যায় (ইউনিয়ন): সকল ইউনিয়ন পরিষদ পরিষদের বিশেষ সভা আহবানপূর্বক এলাকার গন্যমাণ্য ব্যাক্তিবর্গ, প্রথাগত নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজের মতামত গ্রহণপূর্বক ইউনিয়নের সমস্যা ও চাহিদার আলোকে পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা পস্তুত করবে। অত:পর ইউনিয়ন পরিষদ অগ্রাধিকার ভিত্তিক বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবনা লিপিবদ্ধপূর্বক পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা উপজেলা পরিষদের নিকট প্রেরণ করবে।যেমন- শিক্ষা, যোগাযোগ, কৃষি, জনস্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য,সমাজসেবা, ইত্যাদি।

ধাপ-২:উপজেলা পর্যায়: উপজেলা পরিষদের বিশেষ সভা আহবানপূর্বক সকল ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান , বিভাগীয় সরকারী কর্মকর্তা, প্রথাগত নেতৃবৃন্দ ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় করে সংশ্লিষ্ট উপজেলার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সকল ইউনিয়নের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বিশ্লেষণপূর্বক সমন্বিতভাবে উপজেলার জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ণ করবে এবং- সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের নিকট প্রেরণ করবে।

ধাপ-৩: জেলা পর্যায়: পার্বত্য শান্তিচুক্তির আলোকে গঠিত জেলা পরিষদ যেহেতু পার্বত্য অঞ্চলের সকল উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু ,তাই প্রতিটি জেলায় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার দায়িত্ব জেলা পরিষদের উপর ন্যাস্ত করা প্রয়োজন। জেলা পরিষদ জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভা/ বিশেষ সভা আহবানপূর্বক জেলা পর্যায়ের সকল বিভাগীয় কর্মকর্তা, সকল উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, প্রথাগত নেতৃবৃন্দ, গন্যমাণ্য ব্যাক্তিবর্গ ও সুশীল সমাজের সাথে মতবিনিময়পূর্বক প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে উপজেলা থেকে আগত সকল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসমূহ বিশ্লেষণ/পরিবর্ধণ/পরিমার্জণ ও সংযোজনপূর্বক প্রতিটি জেলার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রনয়ণ পূর্বক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।

ধাপ৪:জাতীয় পর্যায়: পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চুড়ান্তকরণের লক্ষ্যে একটি বিশেষ সভা আহবান করে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, তিন পার্বত্য জেলার সংসদ সদস্যবৃন্দ, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড ও বিশেষজ্ঞদের মতামত নিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের জন্য একটি সমন্বিত পঞ্চবার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা চুড়ান্তকরণ।

খ. বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া:

১.উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য বাজেট বরাদ্ধ: বর্তমানে পার্বত্য অঞ্চলে যে সমস্ত বিভাগ জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তরিত নয় সেসমস্ত বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য বরাদ্ধ সরাসরি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ করা হয়।ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন কার্যক্রম ও বরাদ্ধ সম্পর্কে অবগত না থাকায় উন্নয়ন কার্যক্রমে সমন্বহীনতা দেখা দেয়। তাই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ উন্নয়ন কার্যক্রমের বরাদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে প্রযোজনীয় বরাদ্ধ প্রদান করবে এবং উন্নয়ন কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও পার্বত্য জেলা পরিষদ সমূহকে অবগতিপত্র প্রেরণ করবে।

পার্বত্য জেলা পরিষদে হস্তান্তরিত বিভাগের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা পর্যায়ের বিভাগে বরাদ্ধ প্রেরণ করা যেতে পারে।

(বাকী অংশ পরবর্তী সংখ্যায়)

ভিতরের পাতায় যা আছে:

সম্পাদকীয়	২
উন্নয়ন কার্যক্রম	৩
শিক্ষা কার্যক্রম	৪
খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের কথা	৫
স্বাস্থ্য কার্যক্রম	৬
কৃষি কার্যক্রম	৭
মহালছড়ি উপজেলা প্রোফাইল	৮

রহস্যময় আলুটিলা টানেল

সম্পাদকীয়

উন্নয়ন কার্যক্রমে স্থানীয়দের অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ জেলার স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন এর লক্ষে স্বাস্থ্য সেবার অবকাঠামো উন্নয়ন ও কার্যকর করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি উপজেলা এবং জেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান, সেবাগ্রহণকারী ব্যাক্তিবর্গ ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার মাধ্যমে চাহিদা নিরুপন করেছে। এটি অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। অংশগ্রহণকারীদের মতামতের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে মাঠ পর্যায়ের অংশগ্রহণ ছাড়া সত্যিকার উন্নয়ন সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সকল স্তরের জনগণ স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়নে মতামত প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে। পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্মকর্তাদের সরাসরি পরিদর্শনের ফলে ফুটে উঠেছে স্বাস্থ্য সেবার আসল চিত্র।

বিশেষতঃ দিঘীনালা ও মানিকছড়ি উপজেলায় প্রতিদিন ২৫০-৩০০ জন রোগী সেবাগ্রহণ করে এবং সব সময় ২০-৩০ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করে, যেখানে রোগীর বেড আছে মাত্র ১০টি। এছাড়াও নেই প্রয়োজনীয় আধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম যা চিকিৎসকের চিকিৎসা প্রদানে বাঁধা সৃষ্টি করে।

আমরা জানি রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধই উত্তম। এজন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্য শিক্ষা কার্যক্রমকে আরো জোড়দার করা। সেখানেও দেখা যায় প্রয়োজনীয় উপকরণ ও কক্ষ সংকট।

আরো একটি সার্বজনীন চিত্র হলো প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব। চিকিৎসকদের জন্য নেই আবাসিক সুবিধাদি।

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ জনগণের মতামতের ভিত্তিতে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে আগ্রহী। তাই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে চাহিদার কিছু অংশ পুরণ করা সম্ভব হবে এবং এলাকার জনগণ অধিক চিকিৎসা সুবিধাদি পাবে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদকে সহায়তা করছে ইউএনডিপি - সিএইচটিডিএফ। আশা করা যাচ্ছে আগামী অক্টোবর মাসের মধ্যে কাজ সম্পাদন করা হবে।

তবে, জেলার চিকিৎসার সুবিধাদি পুরোপুরি নিশ্চিৎকরণের লক্ষে প্রয়োজন আরো সরকারী ও বেসরকারী সহযোগিতা এবং স্থানীয় জন অংশগ্রহণ।

পার্বত্য জেলা পরিষদ হোক জেলার উন্নয়ন ও সমন্বয়ের কেন্দ্রবিন্দু

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পবিষদ আইন ১৯৮৯, পার্বত্য শান্তি চুক্তির পর সংশোধিত খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পবিষদ আইন ১৯৯৮ অনুসারে প্রতিষ্ঠার পর থেকে জেলার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রনয়ন , বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে আসছে। ফলে জেলাবাসীর কাছে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পবিষদ জেলার উন্নয়ন ও প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। চুক্তি অনুসারে ৩৩ বিভাগ খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পবিষদে হস্তান্তরিত হবে এবং ইতোমধ্যে ১৬ টি বিভাগ হস্তান্তরিত হয়েছে। সেসকল হস্তান্তরিত বিভাগ সমূহের কার্যক্রমের তদারকি, সমন্বয় ও মনিটরিং করা পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে পরিষদ বিগত ২২ বছরে ২৬৭৩ টি ছোট বড় বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, ভৌত অবকাঠামোসহ, ইত্যাদি প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। যার আর্থিক মূল্য ১৩,৫৫৯.১৪ লক্ষ টাকা।

এছাড়াও শান্তি চুক্তির পর উন্নয়ন কার্যকক্রমের অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় বিভিন্ন স্থানীয়, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক বেসরকারী সংস্থা উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। সেসকল উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য প্রতি দুইমাস অন্তর সমনন্বয় সভা আয়োজন করা হয়।

জেলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে ইতোপূর্বে পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা উপমন্ত্রী পদমর্যাদা সম্পন্ন থাকলেও বর্তমানে পদমর্যাদার বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা না থাকায় জেলা পরিষদ আইন মোতাবেক জেলার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয়, জেলার আইনশৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার ব্যাপারে ভুমিকা পালনসহ জেলা পরিষদের উপর অর্পিত কার্যক্রম সম্পাদনে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে। জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জেলা উন্নয়ন সমন্বয় সভায় সভাপতি হলেও উক্ত সভায় প্রায়শ: জেলা পর্যায়ের বিভাগীয় প্রধানগণ অনেক সময় অনুপস্থিত থাকেন এবং কখনো কখনো থেকে যেমন তেমন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন।

তাই সকল দিক বিবেচনা করে, পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা উপমন্ত্রী পদমর্যাদা সম্পন্ন করে আশু বাস্তবায়ন জরুরী।

ফটোফিচারঃ স্বাস্থ্য বিষয়ক

রামগড় উপজেলা স্বস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বেড

উপজেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভা

মানিকছড়ি উপজেলা স্বস্থ্য কমপ্লেক্সের ও টি বেড

রোগীকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ

আরডিটির মাধ্যমে ম্যালেরিয়া পরীক্ষা

আরডিটির মাধ্যমে ম্যালেরিয়া পরীক্ষা

খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার পান খাইয়া পাড়ায় পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক নির্মনাধীন মারমা সংসদ ভবন

চৌংড়াছড়ি হেডম্যান পাড়ায় কৃষি শিক্ষা

চৌংড়াছড়ি হেডম্যান পাড়া মহালছড়ি সদর থেকে ১৫ কি:মি: দূরে অবস্থিত। পাড়ায় মারমা সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করে। মোট পরিবার সংখ্যা ৫৫ টি এবং মোট জনসংখ্যা ২৬৫(পুরুষ-১৭৫,মহিলা-৯০) জন। তারা বেশীরভাগ লোক কৃষি ও দিন মজুরের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

পাড়ায় বর্তমানে পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি ইউএনডিপি -সিএইচটিডিএফ এর সমন্বয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ইউএনএফসি কমিটির মাধ্যমে পাড়ায় কৃষক মাঠ স্কুল গঠিত হয়েছে এবং পাড়ায় উন্নয়নের জন্য ২(দুই) লক্ষ টাকা এডিপি প্রকল্প প্রস্তাবনা জমা দেওয়া হয়েছে। পাড়া থেকে একজন এফ এস এফ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রশিক্ষিত করে পাড়ায় এসে পাড়া কমিটির সাথে আলোচনার মাধ্যমে ৩০ জন কৃষক নির্বাচন করা হয়েছে তার মধ্যে ১৫ জন পূরুষ ও ১৫ জন মহিলা। প্রত্যেক সপ্তাহে এফ এফ এস মিটিংয়ের সময়ে উপস্থিত থেকে মাঠ পর্যায়ে গ্রুপ ভিত্তিক কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ে মাদা তৈরীর মাদায় লাউ ধরেছে।

বিজতলা তৈরী করে ধনিয়া পাতা লাল শাক পালং শাক, মূলা শাক উৎপাদান করা হয়েছে। এছাড়াও কুমড়া জাতীয় ফসলের হাত পরাগায়ন এবং খামার ব্যবস্থাপনা বিশ্লেষন করা হয়েছে। তবে বিজ বপন করার সময় কিছু বিজ সারিবদ্ধভাবে এবং কিছু বিজ এলোমেলোভাবে ছিটিয় বপন করা হয়েছে। এটা হতে দেখা যায় যে সারিবদ্ধভাবে লাগানো বীজের ফলন বেশী হয়েছে। পাড়ার বেশীর ভাগ লোক কম্পোষ্ট সার ব্যবহার করে রাসায়নিক সার ব্যবহার হতে সরে আসছে।

তাই পাড়ায় সেশনের পর গ্রুপভিত্তিক কম্পোষ্ট গর্ত তৈরী করে সার তৈরী করা হচ্ছে। বেশীরভাগ কৃষক গণ এই প্রশিক্ষণ নিয়ে সন্তুষ্ট। কারন তারা আগে যে পদ্ধতিতে চাষাবাদ করত তারচেয়ে বর্তমান পদ্ধতিতে ফলন বেশী পাওয়া যাচ্ছে। এতে উৎপাদন খরচ অনেক কম পড়ছে এবং কৃষি পন্যের উৎপাদন বাড়ছে। এর পাশাপাশি অনেক কৃষক নিজ উদ্যোগে নিজের বাড়িতে সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করে কৃষি পন্য উৎপাদনের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। তবে পাড়ার কৃষকগন সমমনা হয়ে দল ভিত্তিক কাজ করে যাচ্ছে। এতে পাড়ার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বলে সবাই আশা করছে।

তথ্যঃ কংচাইন মারমা, মনিটরিং অফিসার,সিইপি

শিক্ষা খবরঃ সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা-বাদ যাবেনা কেউ

দুর্গম এলাকায় শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ৮টি উপজেলার একটি প্রত্যন্ড় উপজেলার নাম লক্ষিছড়ি উপজেলা। এই উপজেলার আরো একটি প্রত্যন্ড়গ্রাম উত্তর শুকনাছড়ি। গ্রামের নাম অনুসারে উক্ত গ্রামের একটি স্কুলের নাম শুকনাছড়ি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ইতিপূর্বে এই গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল না। তাছাড়া উক্ত গ্রামের পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয় গুলিও দূরবর্তী হওয়ায় গ্রামের বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুরা দীর্ঘদিন শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিল।

২০০৮ সালে ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ-এর অর্থায়নে এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ এর তত্বাবধানে উক্ত গ্রামে উত্তর শুকনাছড়ি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়টি স্থাপিত হওয়ার পর গ্রামবাসী স্বতস্ফুর্তভাবে তাদের ছেলে মেয়েদেরকে স্কুলে পাঠায়। মোট (০৩) তিনজন শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে বিদ্যালয়টি চালু করা হয় এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, ইউএনডিপি -সিএইচটিডিএফ ও স্থানীয় বেসরকারি সংস্থা জাবরাং কল্যান সমিতির সহযোগীতায় শিক্ষক প্রশিক্ষন, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির প্রশিক্ষণ, মা দলের প্রশিক্ষণ, পিটিএর প্রশিক্ষনের মাধ্যমে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি ও শিক্ষকদের পাঠদানের গুনগত মান বৃদ্ধি করা হয়। বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন সময়ে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ অনুদান প্রদান করেছে। বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান দেয়া হয়। উক্ত বিদ্যালয়ে বর্তমানে ছাত্র -ছাত্রী সংখ্যা ৯০ জন।

বিদ্যালয়ে ক্যাচম্যান্ট এলাকার জনসাধারন বিদ্যালযটি সার্বিক উন্নয়নে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ ও স্থানীয় বে-সরকারি সংস্থা জাবারাং কল্যান সমিতি কে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

তথ্যঃ হৃদয় কুমার ত্রিপুরা, মনিটরিং অফিসার, শিক্ষা কার্যক্রম, খাপাজেপ

সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসির সাথে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের স্মারক চুক্তি সাক্ষরিত

বিগত ২৬/৬/২০১১ তারিখে জেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষ ৩য় তলায় ১০০টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসির সাথে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের স্মারক চুক্তি সাক্ষরিত হয়। চুক্তির আওয়াতায় প্রতিটি সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নিম্নুলিখিত সুবিধাদি পাবেঃ

১. আওতাভূক্ত প্রতিটি সরকারী প্রাঃ বিঃ স্কুল উন্নয়ন বাবদ ১০,০০০(দশ হাজার) টাকা পাবে এবং বেসরকারী প্রাঃ বিঃ পাবে ৩০,০০০(ত্রিশ হাজার) টাকা ।

২. ২০টি বেসরকারী স্কুল অবকাঠামো বাবদ প্রতিটি ১৪০,০০০(এক লক্ষ চল্লিশ হাজার) টাকা পাবে।

৩. সকল বেসরকারী প্রাঃ বিঃ রেজিষ্ট্রেশন বাবদ প্রতিটি ১০,০০০(দশ হাজার) টাকা পাবে।

৪. ৭টি সরকারী ও বেসরকারী প্রাঃ বিঃ সংস্কার খরচবাবদ প্রতিটি ১৩০,০০০-১৫০,০০০ টাকা পাবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক আহবায়ক ও কাউন্সেলর জনাব চাই থোয়াই অং মারমা, কাউন্সেলর জনাব বীর কিশোর চাকমা , মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব তরুন কান্তি ঘোষ, ইউএনডিপি প্রতিনিধি মিজ ইলা রানী চৌধুরী, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রমে কর্মরত কর্মকর্তাবৃন্দ এবং এসএমসির প্রতিনিধিবৃন্দ।

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে ৩৪০জনের কর্মসংস্হান সৃষ্টি

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন,১৯৮৯ (সংশোধনীসহ) এর ২৩ ধারা মোতাবেক প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে ১ম পর্যায়ে ১৩জন প্রধান শিক্ষক এবং ১৬৭ জন সহকারী শিক্ষক এবং ২য় পর্যায়ে ৭ জন প্রধান শিক্ষক,১৪২ জন সহকারী শিক্ষক এবং ১১জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।

১ম পর্যায়ে নিয়োগকৃত শিক্ষকরে মধ্যে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসেবে ৩ জন প্রধান শিক্ষক ও ৫১জন সহকারী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। সম্প্রদায়ভিত্তিক চাকমা ও অউপজাতীয় সম্প্রদায় হতে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক পদে যথাক্রমে ৩জন ও ৩৫জন করে এবং মারমা ও ত্রিপুরা সম্প্রদায় হতে যথাক্রমে ২জন ও ২৩জন করে নিয়োগ দেয়া হয়।

২য় পর্যায়ের নিয়োগে প্রধান শিক্ষক পদে ১জন মুক্তিযোদ্ধা, ১জন পোষ্য এবং ২জন চাকমা প্রার্থী এবং ১জন করে অউপজাতীয়, মারমা এবং ত্রিপুরা প্রার্থী নির্বাচন করা হয়েছে। অন্যদিকে সহকারী শিক্ষক পদে ২১জন মুক্তিযোদ্ধা, ৩জন আসার-ভিডিপি, ৪জন পোষ্য, ১জন প্রতিবন্ধীসহ ৪০জন অউপজাতীয়, ৩২জন চাকমা, ২১জন মারমা এবং ১৯জন ত্রিপুরা প্রার্থী নির্বাচন করা হয়েছে। নিয়োগসংকক্রন্ত বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন Website: www.khdcbd.org ।

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসির সাথে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের স্মারক চুক্তি সাক্ষর অনুষ্ঠান

২০১০-১১ সালের উন্নয়ন কার্যক্রম

অ) নরমাল বরাদ্ধ

ক্রমিক নং	সেক্টরসমূহ	মোট প্রকল্প	মোট বরাদ্ধ(লক্ষ টাকায়)
০১	আর্থ-সামাজিক	০৩	১০.০০
০২	কৃষি	০৫	১৯.০০
০৩	যোগাযোগ	২৮	১৫০.০০
০৪	ভৌত অবকাঠামো	১৬	৬৮.১৫
০৫	শিক্ষা	২৫	১১৪.৫০
০৬	ধর্ম	০৭	২৪.০০
০৭	আয়বর্ধক কর্মসূচী	০৮	১৯.৫০
০৮	স্বাস্থ্য	০৪	৯.০০
০৯	স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ	০১	২০.০০
১০	অন্যান্য	১৩	৪০.৮৫
১১	প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়	০১	৩০০.০০
	মোট	111	775.00

আ) বিশেষ বরাদ্ধ

ক্রমিক নং	সেক্টরসমূহ	মোট প্রকল্প	বরাদ্ধ(লক্ষ টাকায়)
০১	আর্থ-সামাজিক	০৩	২১৩.০০
০২	যোগাযোগ	১৪	৭০৫.০০
০৩	ভৌত অবকাঠামো	০৬	১৩০.০০
০৪	শিক্ষা	০৫	২০০.০০
০৫	ধর্ম	০২	২৫.০০
	মোট	30	1273.00

ফটোফিচারঃ

মুসলিম এইড হেলথ ক্লিনিক ভিজিট

মুসলিম এইড টেকনিক্যাল স্কুলের সামনে

টেকনাফ সৈকতে লোকাল ভোলান্টিয়াররা

টুকরো খবর

ফেলোশীফ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

জনাব মোঃ আব্দুর রহমান তরফদার, নির্বাহী কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়িতে কর্মরত। তিনি ডানিডা-ডেনমার্ক ফেলোশীপ সেন্টার থেকে "Public Sector Leadership" এর উপর ১৪ ফেব্রুয়ারী - ৪ মার্চ এবং ২-১৩ মে,২০১১ খ্রীষ্টাব্দ সময়ে ফেলোশীফ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

লিডারশীফ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

মিঃচাই থোয়াই অং মারমা, কাউন্সেলর,খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং মিসেস শ্রাবন্তী রায়, ভূমি কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি। উভয়েই ইউএনডিপি ও অষ্ট্রেলিয়া সরকারের সহায়তায় ১৪-২৮ মে,২০১১ খ্রীঃ সময়ে "Community Leadership Development" এর উপর অষ্ট্রেলিয়াতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

এক্সপোজার ভিজিট

ইউএনডিপি এর সহায়তায় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ কর্তৃক বাস্তবায়িত জনসমষ্টির ক্ষমতায়ন প্রকল্পের জেন্ডার কম্পোনেন্টের আওয়াতায় ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি দল বিগত ১৪-১৭ জুন, ২০১১ খ্রীঃ সময়ে টেকনাফ, কক্সবাজারে মুসলিম এইড-ইউকে এর টেকনিক্যাল স্কুল এবং স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কার্যক্রম - পরিদর্শন করেন। ভিজিটের উদ্দেশ্য ছিল লোকাল ভোলান্টিয়ারদের সক্ষমতা বাড়ানো এবং শিখনসমূহ প্রকল্পের উন্নয়নে কাজে লাগানো। ভিজিট টীমে ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মকর্তা ও লোকাল ভোলান্টিয়ারবৃন্দ। অন্য আরেকটি টীম কৃষ ও খাদ্য নিরাপত্তা কম্পোনেন্টের আওয়াতায় বিগত ২৮-৩০ জুন,২০১১ খ্রীঃ আরএফএলডিসি এর কার্যক্রম পরিদর্শনে যান। টীমে ছিলেন মোট ১৯ জন, অন্তর্ভূক্ত ছিলেন কৃষক, কৃষাণী ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

ডায়াবেটিস ঃ প্রয়োজন সুশৃঙ্খল জীবনযাপন

বিশ্ব ডায়াবেটিস আক্রান্তের সংখ্যা ৩৪ কোটি ৭০ লাখে পৌঁছেছে যা ধারনাতীত বলে মনে করছেন বিশেজ্ঞরা ১৯৮০ সালে এ সংখ্যা ছিলো ১৫ কাটি ৩০ লাখ।

বিশেজ্ঞরা বলেছেন, রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা †বড়ে যাওয়া এবং ডায়াবেটিসের জন্য বিশ্বে প্রতি বছর ৩০ লাখের মতো মানুষের মৃত্যু হয়। ডায়াবেটিসে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকায় এ মৃত্যু হারও বাড়বে।

সমীক্ষায় আওতায় ১৯৮০ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত ১৯৯ দেশের ২৭ লাখ পঁচিশোর্ধ্ব ডায়াবেটিসে আক্রান্তের তথ্য - উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এ সমীক্ষা চালানো হয়।

বছরে বিশ্বে ডায়াবেটিস আক্রান্তের হার হয় বেড়েছে অথবা একই হারে মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়েছে বলে জানান গবেষকরা আক্রান্তদের বেশির ভাগই টাইপ -২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত এ ধরনের ডায়াবেটিস সাধারনত বেশি মোটা ও পরিশ্রম কম করার কারনে হয়ে থাকে।

যুক্ত রাষ্ট্রের হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথের অধ্যাপক গোদার্জ ডানায়েই বলেন,"রক্তে সুগারের পরিমান বেড়ে যাওয়া মানুষকে সনাক্ত করতে এবং তাদের খাবারও কায়িক শ্রমের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে ও ওজন নিয়ন্ত্রনে আনার জন্য উন্নত কর্মসূচি প্রনয়ন করতে না পারলে বিশ্বে স্বাস্থ্য সেবার ওপর অনিবার্যভাবে বোঝা হয়ে চাপবে ডায়াবেটিস"

ডায়াবেটিস আক্রান্তদের রক্তে সুগারের পরিমান নিয়ন্ত্রনে থাকে না। তাতে হৃদরোগ ওস্ট্রোক,কিডনি ও স্নায়ু তন্ত্রে জটিলতা এবং অন্ধত্বেও ঝুঁকি বেড়ে যায়।

তথ্যঃ সুশান্ত চাকমা, এইচএমআইএস অফিসার, স্বাস্থ্য কার্যকক্রম, খাপাজেপ

উৎসঃ ইন্টারনেট

ফটোফিচার:

পুষ্টি প্রশিক্ষণে শিক্ষার্থীরা

প্রশিক্ষণে ক্লাশ নিচ্ছেন ডাঃ রাজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা

হাসপাতালের কাঠামোগত উন্নয়নের জন্য উপজেলা পর্যায়ে মতবিনিময় সভা

স্বাস্থ্য কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা

দুর্গম এলাকায় স্বাস্থ্যসেবায় মিশিলা মার্মা

মিশিলা মার্মা একজন সিএইচএস ডব্লিউ হিসেবে বিগত আড়াই বছর ধরে লক্ষীছড়ি উপজেলাস বর্মাছড়ি ইউনিয়নে চৌরাস্তা নামক দুর্গম গ্রামে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে আসছে।২২/০২/১১ ই ং রোজ শনিবার সকাল ১০টায় গৃহবধু মায়ারাণী মিসিলা মারমাকে মোবাইল ফোনে জানায় তার ৪ বছরের ছেলে নাম জেষ্ঠ চাকমা খুবই জ্বরে আক্রান্ত।

খবর পাওয়ার সাথে সাথে মিসিলা আধা মাইল র্দুগম পথ অতিক্রম করে রোগী দেখতে যায়। মিসিলা বাচ্চাকে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয় যে, বাচ্চার মারাত্মক নিউমনিয়া হয়েছে। বাড়ীতে চিকিৎসা সম্ভব নয় বিধায় হাসপাতালে পাঠানোর কথা বললে দিনমজুর শান্তিময় চাকমার চোখে অন্ধকার নেমে আসে। রোগীর অভিভাবকের আর্থিক অবস্থা বুঝতে পেরে মিসিলা তাদেরকে চিকিৎসার খরচের ব্যাপারে আস্বস্ত করে । মিসিলার সহযোগিতায় ৪-৫ ঘন্টার পায়ে হাটা দুর্গম পথ অতিক্রম করে রোগীকে লক্ষীছড়ি উপজেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। রোগীর অবস্থা পরীক্ষা করে কর্তব্যরত ডাক্তার রোগীকে মানেকছড়ি উপজেলা হাসপাতালে রেফার করে। এ অবস্থায় মিসিলা নিজে সিএনজি ভাড়া করে মানেকছড়ি উপজেলা হাসপাতালে রোগীকে নিয়ে আসে ।

উক্ত হাসপাতালে টানা ৩ দিন চিকিৎসা নেওয়ার পর সুস্থ হয়ে ২৬/০২/২০১১ইং তারিখ জেষ্ঠ চাকমা তার মা- বাবার সাথে নিজ বাড়িতে ফিরে আসে /আলাম এনজিও চিকিৎসা খরচ বাবদ ৪০০০.০০(চার হাজার টাকা) প্রদান করে। ছেলেকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য মায়রাণী মিসিলাকে কৃতজ্ঞতা জানায়। গ্রামবাসী দুর্গম এলাকায় মিসিলার মত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীর উপস্থিতির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরে তাকে নিয়ে গর্ববোধ করে। এলাকাবাসীর সহযোগিতায় মিসিলা এখন আরো দিগুণ উৎসাহে তার কর্মএলাকায় কাজ করছে । তথ্যঃ মংগ্রী চৌধুরী, হেলথ সুপারভাইজার, লক্ষীছড়ি

কৃষকের পাঠশালা ঃ কৃষক মাঠ স্কুল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল

মোঃ আঃ মালেক, মাস্টার ট্রেইনার, সাবেক উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ

কৃষক মাঠ স্কুল একটি চাহিদাভিত্তিক কার্যকর শিখন প্রক্রিয়া। কিন্তু এর সফলতা নির্ভর করে সঠিক পরিকল্পপনা ও বাস্তবায়ন কৌশলের উপর। সেজন্য যে এলাকায় বা পিডিসিতে কৃষক মাঠ স্কুল স্থাপন করা হবে সে এলাকা ও কমিউনিটি সম্পর্কে পূর্বেই ভালো ধারণা থাকতে হবে। কৃষক মাঠ স্কুল শুরু করার আগে এবং চলাকালীন সময়ে সব কাজ যদি ধারাবাহিকভাবে করা যায় তাহলে সে স্কুলের সফলতা বেশি আসে এবং প্রশিক্ষণও টেকসই হয়। সেজন্য একজন সহায়তাকারীকে অবশ্যই এফএফএস-এ করণীয় কাজ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নিতে হবে।

এফএফএস বাস্তবায়ন

কৃষক মাঠ স্কুল একটি দীর্ঘমেয়াদী শিখন প্রক্রিয়া। তাই প্রত্যেক সদস্যের আগ্রহ ধরে রাখা এবং শিখনের ফলাফল হাতেনাতে দেখিয়ে দেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় কোথাও কোনো কাজে দুর্বলতা থাকলে বা ধারাবাহিকতা না থাকলে এফএফএস কার্যক্রম সফলতা আসে না এবং শিখন টেকসই হয়না। সেজন্য প্রথম থেকেই এফএফএস পরিচালনায় কিছু নিয়ম ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করা উচিত। এসব বিষয়াবলী নিচে ধারাবাহিকভাবে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো-

১. মাস্টার সহায়তাকারী তৈরি- মৌসুমব্যাপী প্রশিক্ষণের মাধ্যম খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলায় ৭ জন মাস্টার ট্রেইনার বা সহায়তাকারী তৈরি করা হয়েছে। তাঁরা মৌসুমব্যাপী এম-টিওটি কোর্সের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

২. এফএসএফ তৈরি- যে কোনো এফএফএস পরিচালনায় দক্ষ সহায়তাকারী নিয়োগ একটি অন্যতম পূর্বশর্ত। এজন্য পিডিসি থেকে নির্বাচিত ফিল্ড স্কুল ফ্যাসিলিটেটর (এফএসএফ)দের মৌসুমব্যাপী প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে এফএফএস পরিচালনার জন্য দক্ষ সহায়তাকারী হিসেবে তৈরি করা হয়। প্রতিটি পিডিসি হবে এক একটি এফএফএস। একজন এফএসএফ প্রাথমিকভাবে তাদের পিডিসিতে একটি স্কুল পরিচালনা করবেন।

3. এফএফএস-এর মেয়াদকাল- যে কোনো একটি শস্য মৌসুম (যেমন- রবি, খরিপ ১, খরিপ ২) ধরে এফএফএস শুরু হবে। রবি মৌসুম হলে অক্টোবরের মাঝামাঝি এফএফেএস শুরু হবে, জুম হলে শুরু হবে ফেব্রুয়ারি থেকে। তবে এফএফএস যখনই শুরু হোক না কেন তা চলবে পুরো এক বছর।

৪. এফএফএস-এর স্থান নির্বাচন- নির্বাচিত পিডিসি হবে এফএফএস-এর জন্য নির্ধারিত স্থান।

৫. বসার স্থান- মাঠ স্কুলে বসার স্থান হব খোলা জায়গায়, মাঠের বা খামারের পাশে, গাছের ছায়ায়। তবে পিডিসি ঘর বা স্কুলের পাশাপাশি হলে ভালো হয়। কাছাকাছি আশ্রয়ের জায়গা থাকলে দূর্যোগপূর্ণ দিনে সেখানে স্কুলের কার্যক্রম চলতে পারে। মাটি বা ঘাসের উপরে ত্রিপল/ পলিথিন/পাটি/মাদূর বিছিয়ে এফএফএস সদস্যদের বসার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সদস্যরা 'ইউ' আকৃতি করে বসবেন।

৬. এফএফএস-এর সদস্য- পিডিসির সকল সদস্যই এফএফএস-এর সদস্য। তবে প্রতিটি বাড়ি থেকে একজন পুরুষ ও একজন মহিলা সদস্য স্কুলের সদস্য হবেন। কোনো বাড়িতে পুরুষ সদস্য না থাকলে দুজন মহিলাকে সদস্য হিসেবে নেয়া যেতে পারে। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের সদস্যদের অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

(বাকী অংশ পরবর্তী সংখ্যায়)

ফটোফিচারঃ

কৃষক মাঠ দিবসে প্রদর্শনী

ইউএমএস তৈরী করে দেখাচ্ছেন এক কৃষাণী

কৃষক মাঠ দিবসে প্রদর্শনীর জন্য কৃষকের কাঁধে একটি বড় জাম্বুরা

সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনার ধারণা

মিক্সন চাকমা, প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, খাগড়াছড়ি পা. জেলা পরিষদ।

একজন কৃষকের বাড়ি ও তার সংলগ্ন এলাকা হল তার খামার । সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা বলতে সেই খামারের প্রতিটি উপাদানের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনাকে বুঝায়। প্রকৃত পক্ষে সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা নতুন কোন ধারণা নয় । এ দেশের কৃষকরা সব সময়ই তাদের খামারে নানা রকমের কৃষি কাজ করেছেন ।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই এ দেশের কৃষকরা নানা ধরনের কৃষি কাজ একই সাথে করে আসছেন । তারা এক দিকে বাড়িতে যেমন গবাদি পশু পালন করেন তেমনি অন্য দিকে সেসব গবাদি পশু দিয়ে জমিতে হাল চাষ করেন। সে সব জমিতে চাষ করেন নানা রকমের ফসল । পাশাপাশি তারা বাড়িতে ফল গাছ লাগান হাঁস,মুরগি পালন করেন,পুকুরে মাছ চাষ করেন,সবজি লাগান ।

অধিকাংশ পাহাড়ি কৃষকই জুম চাষ করেন অনেকে শুকর ও খরগোশ পালন করেন,তাই একই কৃষককে কৃষির নানা শাখায় অভিজ্ঞ হতে হয়। তা না হলে কোন কিছু থেকেই কাঙ্খিত লাভ অর্জিত হয় না। এ ক্ষেত্রে এখন আধুনিক কলা কৌশল ব্যবহার দরকার। তাহলে একদিকে যেমন তাদের উৎপাদন খরচ বাঁচবে,অন্যদিকে ফলন ও আয় বাড়বে। সেজন্য একজন কৃষকের খামারের প্রতিটি উপাদানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা জরুরী। এতে তার খামার সম্পদ সমূহের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা ঃ সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা হলো- কৃষির দৃষ্টিকোন থেকে কৃষক যেখানে কৃষি পন্য উৎপাদন করেন সেটিই হলো তার খামার । তাই এক কথায় আধুনিক পদ্ধতীতে খামারের প্রতিটি উপাদানের একযোগে ব্যবস্থাপনাই সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা ।

একটি খামারে কখনো কখনো একই কৃষি পণ্য উৎপাদিত হয় । যেমন- মুরগির খামার । তবে এক্ষেত্রে কৃষকদের বাড়ি ও তদসংলগ্ন এলাকা নিয়েই তার খামারের পরিসীমা । সেই খামারে শুধু ভালো ভাবে মাছ বা শাক সবজি উৎপাদনের অর্থ সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা নয়, শুধু গরু পালনের মধ্যেই তা সিমাবদ্ধ নয়। বরং একজন কৃষকের বাড়িতে যত ধরনের কৃষিজ সম্পদ আছে সব সম্পদের মধ্যেই সম্পর্ক তৈরি করে সেসব সম্পদের সর্বত্তোম ব্যবহার নিশ্চিত করে খামারের প্রতিটি কৃষিপণ্যের উৎপাদন কয়েক গুন বাড়িয়ে নেয়ার নামই সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা । তাই সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করাই সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনায় সফলতার মূলশর্ত ।

প্রকাশনায়:

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ

খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা

ফোন: +৮৮-০৩৭১-৬১৯৩৬, ৬২৫৪৪,
ফ্যাক্স: +৮৮-০৩৭১-৬১৮৭৮
ইমেইল:khdcbd@gmail.com

ওয়েবসাইট:
www.khdcbd.org

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রধান উপদেষ্টা :

জনাব কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা

উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য:

জনাব বীর কিশোর চাকমা

জনাব চাইথোঅং মারমা

জনাব শাহাবুদ্দিন মিয়া

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি- তরুন কান্তি ঘোষ

সম্পাদক- মো: আব্দুর রহমান তরফদার

নির্বাহী সম্পাদক : জীবন রোয়াজা ও শ্রাবন্তী রায়

সহসম্পাদক ও গ্রাফিক্স ডিজাইন- অবিরত চাকমা

সহযোগিতায়: মো: সাইফুল্লাহ(সাইফুল)

উপজেলা প্রোফাইল: মহালছড়ি উপজেলা

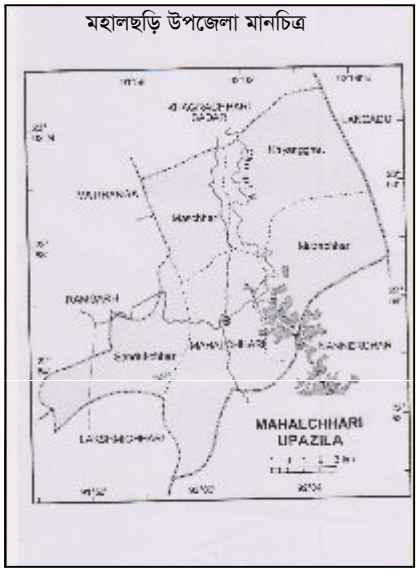

মহালছড়ি উপজেলা মানচিত্র

মহালছড়ি উপজেলার আয়তন ৩৬২.১৮ বর্গ কিমি। উত্তরে খাগড়াছড়ি সদর উপএজলা, দক্ষিণে নানিয়ারচর ও লক্ষীছড়ি উপজেলা, পশ্চিমে লংগদু ও নানিয়ারচর উপজেলা, পূর্বে মাটিরাংগা ও রামগড় উপজেলা। প্রধান নদী: চিংগী; পাহাড়: মুড়া। উপজেলা শহর ১টি মৌজা নিয়ে গঠিত। আয়তন ২৩.৩১ বর্গ কিমি। জনসংখ্যা ৭৯৯৭; পুরুষ ৫৮.১১%, মহিলা ৪১.৮৯%। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিমি ৩৪৩ জন। শিক্ষার হার ৪২.৩%।

প্রশাসনিকভাবে মহালছড়িতে থানা থেকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয় ১৯৮২ সালে। ইউনিয়ন ৫, মৌজা ১৩। প্রাচীন নিদর্শনাদি ও প্রত্নসম্পদ সিন্দুকছড়ি ধুমনীঘাট তীর্থস্থান ও নুনছড়ি দেবতা পুকুর। মুক্তিযুদ্ধেও স্মৃতিস্তম্ভ ১টি।ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মসজিদ ২৭, মন্দির ৭, বৌদ্ধ বিহার ৫৮।

জনসংখ্যা ৩২৬০৯; পুরুষ ৫২.৯৫%, মহিলা ৪৭.০৫%। মুসলমান ২৩.৯৮%, হিন্দু ১০.২৭%, বৌদ্ধ ৬৫.৭১%, অন্যান্য ০.০৪%। উপজাতীয়দের মধ্যে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও রাখাইন উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষার হার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড় হার ২৬.৫%; পুরুষ ৩৪.৮%, মহিলা ১৭%। কলেজ ১, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ৫, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩২, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ২০, মাদ্রাসা ১, স্যাটেলাইট স্কুল ১২, কমিউনিটি স্কুল ৩, সংগীত বিদ্যালয় ১। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রেস ক্লাব ১, গণপাঠাগার ১, সমবায় সমিতি ১০১, টাউন হল ১, সিনেমা হল ২, খেলার মাঠ ২৩।

জনগোষ্ঠীর প্রধান পেশাসমুহ কৃষি ৪১.৪৪%, কৃষি শ্রমিক ১৯.৩০%, অকৃষি শ্রমিক ১১.০৫%, বন ৪.০৯%, চাকরি ১০.৬৮%, ব্যবসা ৫.৭৯%, অন্যান্য ৭.৬৫%।

প্রধান কৃষি ফসল ধান, হলুদ, আলু, মিষ্টি কুমড়া, আদা। বিলুপ্ত বা বিলুপ্তপ্রায় ফসলাদি কাজু বাদাম, তুলা। প্রধান ফল-ফলাদি আম, কাঁঠাল, আনারস, লিচু, পেঁপে, লেবু, কমলালেবু, বেল।

যোগাযোগ বিশেষত্ব পাকা রাস্তা ৩১ কিমি, কাঁচা রাস্তা ৯৯ কিমি।

বর্তমান উপজেলা চেয়ারম্যানের নাম জনাব সোনারতন চাকমা এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নাম জনাব মোঃ সফিউল আরিফ। তথ্যঃ মোঃ সাইফুল্লাহ, নাজির, খাপাজেপ

কৃষক মাঠ স্কুলের মাধ্যমে কৃষকের সফলতা

তথ্যঃ কিসলু চাকমা, উপজেলা এফএসএফ অর্গানাইজার

হলুদের বীজ শোধন প্রক্রিয়া শেখাচ্ছেন সহায়ক। চলতি বৎসরে হলুদের দাম বেড়ে যাওয়ায় কৃষকরা হলুদ চাষে উৎসাহিত হয়েছেন। কারণ এলাকাটি মসল্লাজাতীয় ফসলের জন্য খুবই উপযোগী।

কৃষক নাত্যে চাকমা, গ্রাম নাকশাতলী পাড়া, ভাইবোনছড়া ইউনিয়ন, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা স্থায়ী বাসিন্দা। সামান্য জমিতে মাদা পদ্ধতিতে শশা আবাদ করে সফল হয়েছেন। তিনি তা শিখেছেন কৃষক মাঠ স্কুল থেকে। তিনি ভবিষ্যতে বানিজ্যিকভাবে চাষাবাদ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

কৃষক জনি চাকমা গ্রাম নাকশাতলী পাড়া, ভাইবোনছড়া ইউনিয়ন, খাগড়াছড়ি সদর উপজেলার স্থায়ী বাসিন্দা। তিনি ১০ শতক জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে শ্রাবন্তী বেগুন চাষ করে বানিজ্যিকভাবে লাভবান হয়েছেন। তাকে দেখে গ্রামের অন্যরা বেগুন চাষে উৎসাহিত হয়েছেন।